তৃতীয় অধ্যায়

মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান

[মূল্য, মজুরি ও কর্মসংস্থান এই তিনটি চলক যে কোন অর্থনীতির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক । ভোক্তা মূল্যসূচক দ্বারা মূল্যস্তরকে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার ১০.৬২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৮.৮০ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৬৩ শতাংশে। এ সময়ে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় খাদ্য মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৬.৯৭ শতাংশে । মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সরকার খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা নির্বিঘ্ন রাখাসহ চলতি অর্থবছরে সংযত ও সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি গ্রহন করেছে। সর্বশেষ ২০০৯ সালে বিবিএস কর্তৃক পরিচালিত লেবার ফোর্স সার্ভে, ২০১০ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৫.৪১ কোটি। এ শ্রমশক্তির ৫.১০ কোটি (পুরুষ ৩.৭৯ কোটি এবং মহিলা ১.৬২ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। মোট শ্রমশক্তিতে কৃষিখাতে নিয়োজিত শ্রমশক্তি পূর্বের তুলনায় কমলেও এখনও সর্বাধিক শ্রমশক্তি এ খাতে নিয়োজিত (৪৭.৩০ শতাংশ)। বাংলাদেশের মজুরি হার সূচক অনুসারে নামিক (Nominal) ও প্রকৃত মজুরি (Real) হার সূচক উভয়ই ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির একটি অংশ বিদেশে কর্মরত । ২০১১-১২ অর্থ বছরে মোট ৬.৯১ লক্ষ লোক কর্মসংস্থান নিয়ে বিদেশ গমন করেছেন । চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে ৩.৭৩ লক্ষ কর্মী বিদেশে গেছেন। ২০১১-১২ অর্থ বছরে প্রবাসী কর্মীরা মোট ১২,৮৪৩.৪১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিটেন্স আকারে দেশে পাঠিয়েছেন। বিদেশে কর্মরত মোট শ্রমিকের ৭০ শতাংশেরও বেশী মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত । সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বাংলাদেশের শ্রমবাজারের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদেশে শ্রমশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধি ও নির্বিঘ্ন রাখার উদ্দেশ্যে বোয়েসেলকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। অন্যথায় সরকার বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে নতুন শ্রম বাজারের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। রেমিটেন্স প্রবাহকে নির্বিঘ্ন রাখার জন্য মালয়েশিয়ায় জি-টু-জি পর্যায়ে কর্মী প্রেরণ প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন, বহির্গমন প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন, সর্বোচ্চ রেমিটেন্স প্রদানকারীকে CIP মর্যাদা প্রদানের মত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।]

ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ভোক্তার দৈনন্দিন জীবন যাত্রায় ব্যবহৃত খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত পণ্য ও সেবা সামগ্রীকে অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক (CPI) প্রণয়ন করে থাকে। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরকে ভিত্তি বছর ধরে বর্তমান জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক প্রকাশ করা হয়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থবছরে পরিচালিত খানা ব্যয় জরিপ (Household Expenditure Survey, 1995-96) হতে এ মূল্যসূচকে ব্যবহৃত সূচক-ঝুড়ির (Index basket) পণ্য ও ভার (Weight) নেয়া হয়েছে। জরিপে প্রাপ্ত গ্রামীণ অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ও নগর এলাকার অধিবাসীদের ভোগ্যপণ্যের তালিকা ব্যবহার করে যথাক্রমে সার্বিক গ্রামীণ (All rural) মূল্যসূচক এবং সার্বিক নগর (All urban) মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। অতঃপর গ্রামীণ ও নগর এলাকার ভোগ-ব্যয়ের ভিত্তিতে ভারিত গড়ের মাধ্যমে (Weighted average) জাতীয় পর্যায়ের ভোক্তার মূল্যসূচক নির্ণয় করা হয়। সকল মূল্যসূচক খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত এ দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, যা আরও কতগুলো উপভাগে বিভক্ত। বাংলাদেশে ভোক্তা মূল্যসূচক থেকে মূল্যস্ফীতি নিরূপণ করা হয়। নিম্নের সারণি ৩.৯-এ ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতির গতিধারা দেখানো হলো:

সারণি ৩.১: জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক ও মূল্যস্ফীতি

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬=১০০)

	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
সাধারণ সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৪৩.৯০ (৫.৮৩)	১৫৩.২৩ (৬.৪৮)	১৬৪.২১ (৭.১৭)	১৭৬.০৬ (৭.২২)	১৯৩.৫৪ (৯.৯৩)	২০৬.৪৩ (৬.৬৬)	২২১.৫৩ (৭.৩১)	২৪১.০২ (৮.৮০)	২৬৬.৬১ (১০.৬২)
খাদ্য সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৪৬.৫০ (৬.৯৩)	১৫৮.০৮ (৭.৯১)	১৭০.৩৪ (৭.৭৬)	১৮৪.১৮ (৮.১২)	২০৬.৭৯ (১২.২৮)	২২১.৬৪ (৭.১৮)	২৪০.৫৫ (৮.৫৩)	২৬৭.৮৩ (১১.৩৪)	২৯৫.৮৮ (১০.৪৭)
খাদ্য-বহির্ভূত সূচক (মূল্যস্ফীতি)	১৪১.০৩ (৪.৩৭)	১৪৭.১৪ (৪.৩৩)	১৫৬.৫৬ (৬.৪০)	১৬৫.৭৯ (৫.৯০)	১৭৬.২৬ (৬.৩২)	১৮৬.৬৭ (৫.৯১)	১৯৬.৮৪ (৫.৪৫)	২০৫.০১ (৪.১৫)	২২৭.৮৭ (১১.১৫)

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

লেখচিত্র ৩.১: জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতি

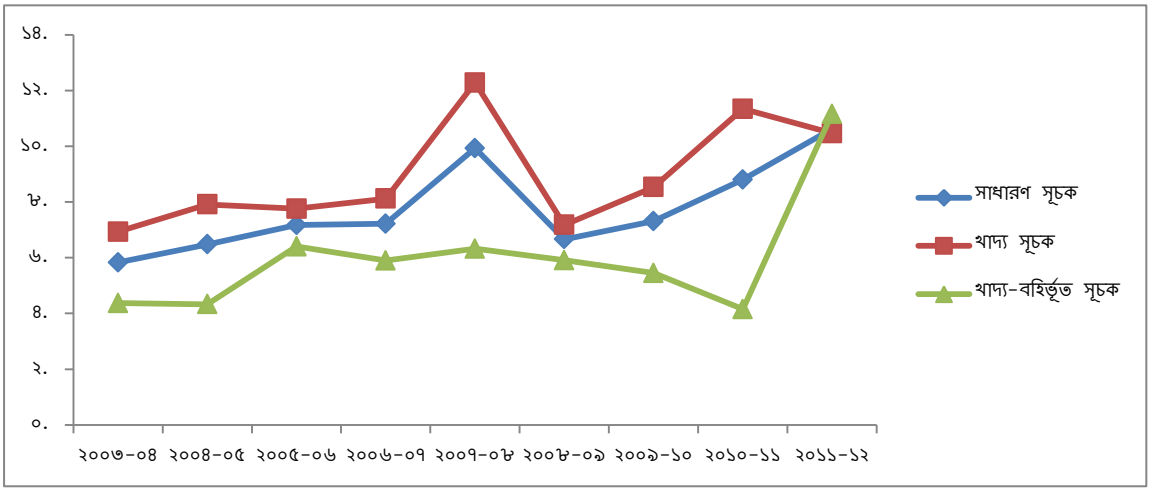

ভোক্তা মূল্যসূচক অনুসারে ২০১১-১২ অর্থবছরে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যস্ফীতির হার ১০.৬২ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ৮.৮০ শতাংশ। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে মূল্যস্ফীতির হার ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে এবং ২০১১-১২ অর্থবছরে তা সর্বোচ্চ ১০.৬২ শতাংশে পৌঁছায় । এ সময়ে খাদ্য মূল্যস্ফীতির হার খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতির চেয়ে বেশ কম ছিল। উল্লেখ্য, ভোক্তা মূল্যসূচকে শহর এলাকার জন্য খাদ্য ও খাদ্য-বহির্ভূত অংশের ভার (Weight) যথাক্রমে ৪৮.৮ শতাংশ এবং ৫১.২ শতাংশ এবং গ্রামীণ এলাকার জন্য যথাক্রমে ৬২.৯৬ শতাংশ এবং ৩৭.০৪ শতাংশ।

চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে জুলাই মাসে পয়েন্ট-টু-পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৫.২১ শতাংশ। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দ্রব্যমূল্যের দুঃসহ চাপ প্রশমনের লক্ষ্যে চাল, ডাল, তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য জনগণের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে স্থিতিশীল রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এ প্রেক্ষাপটে সংযত ও সতর্কতামূলক মুদ্রানীতি গ্রহন করা হয়েছে। এ মুদ্রানীতির উদ্দেশ্য হল মুদ্রার যোগান প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা, দেশজ উৎপাদনে সরকার নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং গড় ভোক্তা মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশে নামিয়ে আনা। এরই ফলে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্যের মূল্য চলতি বছরের জুলাই মাসের তুলনায় পরবর্তী ২ মাসে কিছুটা নেমে আসে। মার্চ ২০১৩-এ মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৭.৭১ শতাংশে। এ সময়ের ব্যবধানে খাদ্য মূল্যস্ফীতি ২.২৩ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭.৫০ শতাংশে । কিন্তু একই সময়ে খাদ্য-বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি হ্রাস পেয়ে মার্চ ২০১৩-এ দাঁড়িয়েছে ৮.০৪ শতাংশে যা জুলাই ২০১২-এ ছিল ১০.২১ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত গড় মূল্যস্ফীতির হার দাঁড়িয়েছে ৬.৩২ শতাংশে। মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (এমটিএমএফ)-তে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের মূল্যস্ফীতি ৭.৫ শতাংশ হতে পারে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরের মাসওয়ারি মূল্যস্ফীতির ধারা সারণি ৩.২-এ দেয়া হলো।

সারণি ৩.২: ২০১২-১৩ অর্থবছরের মাসওয়ারি মূল্যস্ফীতির (Point to point) ধারা

(ভিত্তি বছর ১৯৯৫-৯৬=১০০)

		২০১১-১২	জুলাই'১২	আগস্ট'১২	সেপ্টে.'১২	অক্টো.'১২	নভে.'১২	ডিসে.'১২	জানু.'১৩	ফেব্রু.'১৩	মার্চ'১৩	গড় মূল্যস্ফীতি (জুলাই-মার্চ)
জাতীয়	সাধারণ	৮.৬৯	৫.২১	৪.৯৭	৪.৯৬	৫.৮৬	৬.৫৫	৭.১৪	৬.৬২	৭.৮৪	৭.৭১	৬.৩২
	খাদ্য	৭.৭২	২.২৩	২.২৫	১.৭৫	২.৫১	৩.৯৪	৫.২৮	৫.০২	৭.৪৫	৭.৫০	৪.২১
	খাদ্য-বহির্ভূত	১০.২১	৯.৯৪	৯.২৯	১০.১৮	১১.২৮	১০.৬৮	১০.০৪	৯.০৯	৮.৪৪	৮.০৪	৯.৬৬
শহর	সাধারণ	৮.৭০	৫.৯২	৫.৬৮	৫.৯৩	৭.২৬	৮.৪১	৯.০৪	৮.৪৪	৮.৯৭	৮.৮০	৭.৬১
	খাদ্য	৮.২৭	২.৬২	২.৭১	২.০৯	৩.৩৫	৫.৮৮	৭.৬৫	৭.৫০	৯.১০	৯.০২	৫.৫৫
	খাদ্য-বহির্ভূত	৯.১৬	৯.৫৯	৯.০৩	১০.৩৬	১১.৭২	১১.২৩	১০.৫৫	৯.৪৫	৮.৮২	৮.৫৮	৯.৯৩
গ্রাম	সাধারণ	৮.৬৯	৮.৮৪	৪.৬০	৪.৪৬	৫.১৪	৫.৬০	৬.১৭	৫.৬৯	৭.২৭	৭.১৬	৫.৬৬
	খাদ্য	৭.৫০	২.০৭	২.০৭	১.৬১	২.১৬	৩.১৫	৪.৩১	৪.০২	৬.৭৭	৬.৮৮	৩.৬৭
	খাদ্য-বহির্ভূত	১০.৯৬	১০.১৯	৯.৪৮	১০.০৪	১০.৯৭	১০.৩০	৯.৬৭	৮.৮২	৮.১৮	৭.৬৬	৯.৪৮

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

মজুরি হার সূচক

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ১৯৬৯-৭০ সালকে ভিত্তি বছর ধরে মজুরি হার সূচক (Wage Rate Index) নির্ণয় করছে। সারণি ৩.৩-এ ২০০২-০৩ অর্থবছর হতে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত মজুরি হার সূচক দেয়া হলোঃ

সারণি ৩.৩: মজুরি হার সূচক

(ভিত্তি বছরঃ ১৯৬৯-৭০=১০০)

অর্থবছর	নামিক (Nominal) মজুরি হার সূচক					শিল্প শ্রমিকদের জাতীয় ভোক্তা মূল্য সূচক	প্রকৃত (Real) মজুরি হার সূচক (সাধারণ)
	সাধারণ	কৃষি	মৎস্য	শিল্প	নির্মাণ		
২০০৩-০৪	৩১১১ (৬.৩১)	২৫৮২ (৫.৬৯)	২৭৭৫ (৮.২৮)	৩৭৬৫ (৭.৫৫)	২৬৬৯ (১.৬৯)	২১২৯ (২.৯৫)	১৪৬ (৩.৫৫)
২০০৪-০৫	৩২৯৩ (৫.৮৫)	২৭১৯ (৫.৩০)	২৯৫৭ (৬.৫৫)	৪০১৫ (৬.৬৪)	২৭৫৮ (৩.৩৩)	২২১৬ (৪.০৮)	১৪৯ (২.০৫)
২০০৫-০৬	৩৫০৭ (৬.৫০)	২৯২৬ (৭.৬১)	৩১৩৩ (৫.৯৫)	৪২৯৩ (৬.৯২)	২৮৮৯ (৪.৭৫)	২৩৫১ (৬.০৯)	১৪৯ (০.০০)
২০০৬-০৭	৩৭৭৯ (৭.৭৬)	৩১৫৬ (৭.৮৬)	৩৩৩২ (৬.৩৫)	৪৬৩৬ (৭.৯৯)	৩১৩৫ (৮.৫২)	২৫২৪ (৭.৩৬)	১৫০ (০.৬৭)
২০০৭-০৮	৪২২৭ (১১.৮৫)	৩৫.২৪ (১১.৬৬)	৩৬৬৯ (১০.১১)	৫১৯৭ (১২.১০)	৩৫৪৯ (১৩.২০)	২৭৪০ (৮.৫৬)	১৫৪ (২.৬৭)
২০০৮-০৯	৫০২৬ (১৮.৯০)	৪২৭৪ (২১.২৮)	৪২৩৬ (১৫.৪৫)	৬১২৮ (১৭.৯১)	৪৩১১ (২১.৪৭)	২৮৮৫ (৫.৩০)	১৭৪ (১২.৯২)
২০০৯-১০	৫৪৪১ (৮.২৬)	৪৮০৪ (১২.৩৭)	৪৭২৭ (৯.০৭)	৬৬২০ (৬.৪০)	৪৬৩৩ (৮.৭০)	-	-
২০১০-১১	৫৭৮২ (৬.২৭)	৫৩২৬ (১০.৮৭)	৫০৪৩ (৬.৬৯)	৬৭৭৮ (৩.৯৬)	৪৯৮৩ (৭.৫৫)	-	-
২০১১-১২	৬৪৬৯ (১১.৮৯)	৬১৩৪ (১৫.১৭)	৫১৮৭ (২.৮৫)	৭২২১ (৬.৫৪)	৬৫৮৩ (৩২.১০)	-	-

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

নোট-১: *বন্ধনীর মধ্যের সংখ্যা শতকরা বার্ষিক পরিবর্তন নির্দেশ করে।*

[নোট:-২: *২০০৫-০৬ অর্থবছরের পর হতে বিবিএস শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক প্রকাশ করেনি বিধায় ২০০৬-০৭ হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরসমূহের শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচক তৎপূর্ববর্তী বছরসমূহের ভোক্তা মূল্য সূচক (CPI) ও শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচকের অনুপাতের Trend Analysis করে নিরুপণ করা হয়েছে এবং এ নিরুপিত শিল্প শ্রমিকের জাতীয় ভোক্তা মূল্যসূচকের ওপর ভিত্তি করে ২০০৬-০৭ হতে ২০০৮-০৯ অর্থবছরসমূহের প্রকৃত মজুরি হার সূচক নিরুপণ করা হয়েছে।]*

সারণি থেকে দেখা যায় যে, নামিক (Nominal) সাধারণ মজুরি হার সূচক ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ২০১১-১২ অর্থবছরের সূচক পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে ১১.৮৯ শতাংশ । খাতভিত্তিক মজুরির উপাত্ত থেকে দেখা যাচ্ছে যে, ২০১১-১২ অর্থ বছরে মৎস্যখাত ব্যতীত সকল খাতের মজুরির হার সূচকের প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে কৃষি ও মৎস্যখাতের মজুরিসূচক বৃদ্ধি পেয়েছে যথাক্রমে ১৫.১৭ শতাংশ ও ২.৮৫ শতাংশ। এ দুই খাতের তুলনায় শিল্প ও নির্মাণ খাতে মজুরি সূচক বৃদ্ধির হার

তুলনামূলক বেশী। উল্লেখ্য, ২০১১-১২ অর্থবছরে শিল্প ও নির্মাণখাতে মজুরি সূচক বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৬.৫৪ শতাংশ ও ৩২.১০ শতাংশ।

শ্রমশক্তি ও কর্মসংস্থান

দেশের শ্রমশক্তির সার্বিক চিত্র নিরূপণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো শ্রমশক্তি জরিপ (Labour Force Survey) পরিচালনা করে। বিবিএস কর্তৃক প্রকাশিত সর্বশেষ জরিপ " Labour Force Survey - 2010" অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে অর্থনৈতিকভাবে কর্মক্ষম শ্রমশক্তি ৫.৬৭ কোটি। এ শ্রমশক্তির ৫.৪০ কোটি (পুরুষ ৩.৭৮ কোটি এবং মহিলা ১.৬২ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত রয়েছে। মোট শ্রমশক্তিতে কৃষিজীবীর অংশ পূর্বের তুলনায় কমলেও এখনও সর্বাধিক শ্রমিক কৃষিখাতে নিয়োজিত (৪৭.৩৩%) । উল্লেখ্য, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে ৪.৭৪ কোটি শ্রমশক্তি (পুরুষ ৩.৬১ কোটি এবং মহিলা ১.১৩ কোটি) বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত ছিল, যার মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যক শ্রমিক নিয়োজিত ছিল কৃষিখাতে (৪৮.১০%) । এ দুটো জরিপকালে কৃষিতে শ্রমশক্তির হার প্রায় ১ শতাংশ কমেছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী ৪৪.৪ শতাংশ (কৃষিতে ২৫.৫ শতাংশ ও অকৃষিতে ১৮.৯ শতাংশ) শ্রমশক্তি আত্নকর্মসংস্থানে নিয়োজিত, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী ছিল ৪১.৯৮ শতাংশ। লক্ষ্যণীয় যে, এ দুটো জরিপকালে আত্নকর্মসংস্থানে নিয়োজিতদের অবদান প্রায় ২ শতাংশ কমেছে। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী দিনমজুর ও বিনা মজুরিতে পারিবারিক শ্রমে নিয়োজিতের হার যথাক্রমে ২১.৮ শতাংশ ও ১৯.৭ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী জরিপ অনুযায়ী ছিল যথাক্রমে ১৮.১৪ শতাংশ ও ২১.৭৩ শতাংশ। তবে সর্বশেষ পরিচালিত জরিপে নিয়মিত কর্মসংস্থানে নিয়োজিত কর্মীর হার ২.৪৬ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ১৪.৬০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০ অর্থবছরের শ্রমশক্তি জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন খাতওয়ারি শ্রমিকের (১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে) অংশ সারণি ৩.৪-এ দেখানো হলো:

সারণি ৩.৪: শিল্পভিত্তিক খাতওয়ারি শ্রমিকের অংশ
(১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বে)

খাত	এলএফএস ১৯৯৫-৯৬	এলএফএস ১৯৯৯-০০	এলএফএস ২০০২-০৩	এলএফএস ২০০৫-০৬	এলএফএস ২০১০
কৃষি, বনজ ও মৎস	৪৮.৮৫	৫০.৭৭	৫১.৬৯	৪৮.১০	৪৭.৩৩
খনিজ ও খনন	-	০.৫১	০.২৩	০.২১	০.১৮
ম্যানুফ্যাকচারিং	১০.০৬	৯.৪৯	৯.৭১	১০.৯৭	১২.৩৪
বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি	০.২৯	০.২৬	০.২৩	০.২১	০.১৮
নির্মাণ	২.৮৭	২.৮২	৩.৩৯	৩.১৬	৪.৭৯
বাণিজ্য, হোটেল ও রেস্টুরেন্ট	১৭.২৪	১৫.৬৪	১৫.৩৪	১৬.৪৫	১৫.৪৭
পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ	৬.৩২	৬.৪১	৬.৭৭	৮.৪৪	৭.৩৭
অর্থ, ব্যবসা ও সেবাসমূহ	০.৫৭	১.০৩	০.৬৮	১.৪৮	১.৮৪
পণ্য ও ব্যক্তিগত সেবাসমূহ	১৩.৭৯	১৩.০৮	৫.৬৪	৫.৪৯	৬.২৬
স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জনপ্রশাসন ও প্রতিরক্ষা	-	-	৬.৩২	৫.৪৯	৪.২৪
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বিবিএস, লেবার ফোর্স সার্ভে, ১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৯-০০, ২০০২-০৩, ২০০৫-০৬ ও ২০১০ ।

নোট-১ : পূর্ববর্তী শ্রমশক্তি ৭জরিপসমূহে ১০ বছর বয়সের উর্ধ্ব হতেই জরিপের হিসাবে নেয়া হতো কিন্তু শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩ , ২০০৫-০৬ ও ২০১০-এ ১৫ বছর বয়সের উর্ধ্বের জনশক্তিকেই শ্রমশক্তি গণনায় আনা হয়েছে।

শ্রম উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ

শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্পসম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমূখী কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠীকে আধাদক্ষ ও দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম ব্যবস্থাপনা

নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রম-কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রম সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ,ইত্যাদি হচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজসমূহের অন্যতম।

বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী 'Vision 2021'এর আলোকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতির ভিত্তি রচনায় সহায়তাকরণ, শ্রমজীবী মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, MDG এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, জাতীয় শ্রমনীতি পুন:মূল্যায়ন ও সংশোধন, ন্যূনতম মজুরী পুননির্ধারণ, শিশু শ্রম নিরসন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসাবে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিম্নেবর্ণিত উদ্যোগ বা পদক্ষেপসমূহে গ্রহণ করা হয়েছে :-

(ক) গার্মেন্টস সেক্টরে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ

গার্মেন্টস সেক্টরের নিরাপত্তা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রেখে উৎপাদন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ কমিটি গার্মেন্টস সেক্টরের শৃঙ্খলা রক্ষার পাশাপাশি দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার কাজে ভুমিকা পালন করে আসছে। এ কমিটির আওতায় আরএমজি সেক্টরের সুবিধা-অসুবিধা ও বিভিন্ন সময়ে সৃষ্ট সংকট নিরসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মাননীয় সংসদ সদস্যদের প্রধান করে ঢাকায় ০২টি, গাজীপুরে ০২টি, নারায়গঞ্জে ০৩টি এবং নরসিংদীতে ০১টি সহ মোট ০৮টি আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। গার্মেন্টস সেক্টরকে কমপ্লায়েন্ট কারখানায় উন্নীত করার লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে সোসাল কমপ্লায়েন্স ফোরাম ফর আরএমজি নামক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং ঢাকায় ২০টি ও চট্রগ্রামে ০৩টি সহ মোট ২৩টি বিশেষ পরিদর্শন টীম রুটিন মাফিক পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ঢাকা ও চট্রগ্রাম অঞ্চলে ১১টি টীমের মাধ্যমে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন, পুলিশ, র‍্যাব ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা, বিজিএমইএ, বিকেএমইএসহ শ্রমিক প্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে সার্বিক তদারকির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়াও দেশের গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে স্থিতিশীল পরিবেশ সমুন্নত রাখার মাধ্যমে এটিকে টেকসই শিল্প খাতে পরিণত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উচ্চ পর্যায়ে নিয়মিত ভাবে পর্যালোচনা করা এবং এসকল বিষয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য সরকার শ্রম কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট ১১টি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রী সভা কমিটি গঠন করেছে।

(খ) দক্ষতা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২৬টি (ছাব্বিশ) জেলায় ৩২৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে (মহিলাদের জন্য ৬টি সহ) ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯টি ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং প্রতি বছর প্রায় ২৫,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ দেশের ও বিদেশের শ্রমবাজারে সুনামের সাথে কাজ করে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেছে, যা জাতীয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছে। এছাড়াও কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা-চট্রগ্রাম-রাজশাহী-খুলনায় স্থাপিত ৪টি শিল্প-সম্পর্ক শিক্ষায়তন এর মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনের সংগে জড়িত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জানুয়ারি ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত ২৪৯টি প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ৭,৪২৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে দেশে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তাবায়নের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ

গঠন করা হয়েছে। গত ৮ই সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখের জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের সভায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১ অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়, যা ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বৈঠকে নীতিগত অনুমোদন লাভ করেছে। এ নীতি বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে দিক নির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নের সকল উপাদান ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের আরো উন্নত সমন্বয় নিশ্চিত করবে।

(গ) শিশু শ্রম নিরসন

শিশুশ্রম নিরসন বর্তমান বিশ্বে একটি স্পর্শকাতর বিষয় হওয়ায় দেশে বিদ্যামান প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিল্প কারখানা হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু শ্রম নিরসনের জন্য এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জুন, ২০০৯ পর্যন্ত ২টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের আওতায় ৪০,০০০ শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদানসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ে ৫০,০০০ শিশু শ্রমিকের পিতা-মাতাকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৩.৫৬ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বর্ণিত ২টি প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৩য় পর্যায়ের অপর একটি প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ নভেম্বর, ২০১০ থেকে শুরু করা হয়েছে। ৩য় পর্যায়ের উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০,০০০ শিশু শ্রমিককে ১৮ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। উক্ত প্রশিক্ষণ শেষে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫০ শতাংশ শিশু শ্রমিককে ট্রেডওয়ারী উপকরণ সরবরাহ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের রাজস্ব খাত হতে ৬৮৬৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি ২০১৪ সালে সমাপ্ত হবে। এছাড়াও বাংলাদেশের Urban Informal Economy থেকে নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসনের জন্য নেদারল্যান্ড সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৭১৩৯.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকায় "Urban Informal Economy (UIE) Programme of the project of support to the time bound programme towards elimination of worst forms of child Labor in Bangladesh" শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রায় ৫৫,০০০ শিশু শ্রমিককে ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখা সম্ভব হবে এবং ২৬.০০০ শিশু শ্রমিককে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ১৩.০০০ শিশু শ্রমিককে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। একই প্রকল্পের আওতায় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং-এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (সিএলইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম ইউনিট অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে। এ ছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা এবং সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মতো উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে শিশুশ্রম নিরসনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করণের বিষয়ে Child Labour Unit উদ্যোগী ভূমিকা পালন করবে।

(ঘ) নারী উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ

দেশের নারী সমাজকে উৎপাদনমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ৬টি বিভাগীয় সদরে ৬ টি মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৬টি ট্রেডে দুই শিফটে চালু রয়েছে। উল্লিখিত কেন্দ্রসমূহ থেকে প্রতি বছর ৪,৩২০ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ফলে দেশ-বিদেশে দক্ষ ও আধা-দক্ষ নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া, শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মিরপুর হতে দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী হাউজ কিপিংসহ বিভিন্ন গ্রেডে বছরে প্রায় ২০,০০০ (বিশ হাজার) জন যুব মহিলা বাস্তবভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ করছেন। অধিকন্তু, এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বেপজা কর্তৃক বাস্তাবায়নাধীন 'নর্দান এরিয়াস রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিশিয়েটিভ' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী ০৩ (তিন) বছরে উত্তরবঙ্গের অবহেলিত এলাকায় ১০,৮০০ জন দরিদ্র মহিলাকে গার্মেন্টস সেক্টরে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

অন্যদিকে নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইনসমূহ সংশোধন,কর্মক্ষেত্রের নারীর নিরাপত্তা বিধান, নারী-বান্ধব কর্ম পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

(ঙ) শ্রমিকের কল্যাণে গৃহীত বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম

শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমিকদের সংখ্যা ও সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাঁদের কল্যাণার্থে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করছে :

- শ্রমিকদের মানসম্মত জীবন-যাপন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে ৪২টি শিল্পসেক্টরের মধ্যে ৩২টি শিল্প সেক্টরে নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করেছে। অবশিষ্ট ১০টি সেক্টরে নিম্নতম মজুরি ঘোষণার বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ন্যূনতম মজুরী ৩,০০০/-টাকা ধার্য করে RMG সেক্টরে সংশোধিত মজুরি কাঠামো ঘোষণা করে। এতে শ্রমিকদের বেতন গড়ে ৮২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রায়াত্ত, স্বায়ত্বশাসিত ও আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণের জন্য জাতীয় মজুরী এবং উৎপাদনশীলতা কমিশন, ২০১০ গঠন করে। উক্ত কমিশনের প্রতিবেদন ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ সভায় অনুমোদিত হয়েছে। যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে শীঘ্রই এর বাস্তবায়ন শুরু হবে।
- শ্রমিকদের চাকরির অবসর গ্রহণের বয়সসীমা ৫৭ হতে ৬০ বছরে উন্নীত করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ আরও যুগোগযোগী ও শ্রমবান্ধব করার লক্ষ্যে বিদ্যমান আইনটি বিশেষভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে 'খসড়া' চূড়ান্ত করা হয়েছে। সংশোধিত শ্রম আইনটি নীতিগত অনুমোদনের জন্য শীঘ্রই মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করা হবে।
- দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠনিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারে কল্যাণার্থে শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনে তহবিল গঠনের জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইনটি যুগোপযোগী করে মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে।
- ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইনের খসড়া বিধিমালা চূড়ান্ত করা হয়েছে।
- ILO এর কনভেনশন অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বৃহৎ গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি ২০১০ এর 'খসড়া' প্রণয়ন করে মতামতের জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট ষ্টেকহোল্ডারদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।
- বাংলাদেশ হতে শিশু শ্রম নিরসনের জন্য জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০, ১ মার্চ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ হতে ২০১৫ এর মধ্যে শিশু শ্রম বিশেষত: ঝুঁকিপূর্ণ শিশু শ্রম নিরসনকল্পে ইতোমধ্যে উক্ত নীতিমালার আলোকে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। যা চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
- বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিল্প সেক্টরে শ্রমিকদের পেশাগতনিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণের জন্য শ্রম আইন ২০০৬ এর আওতায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ২২ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। এ কাউন্সিল ইতোমধ্যে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নীতির খসড়া প্রস্তুত করেছে।
- বর্তমান সরকার জাতীয় শ্রমিক নীতি ২০১০ প্রণয়ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে তা Tripartite Consultation Council (TCC) বৈঠকে অনুমোদিত হয়েছে;

- গার্মেন্টসসহ অন্যান্য শিল্পে নিয়োজিত নারী শ্রমিকদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে চাষাড়া, তেজগাঁও টঙ্গীতে একটি করে ১০ তলা বিশিষ্ট হোস্টেল ভবন নির্মাণের ১টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২৯টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতনতামূলক শ্রমিক-শিক্ষা কোর্স পরিচালনা ও বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ সরবরাহ, পরিবার কল্যাণ ও পরিবার-পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শসহ উপকরণ সরবরাহ, খেলাধূলা ও শ্রান্তি বিনোদন সুবিধা নিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। জানুয়ারি ২০০৯ হতে এ পর্যন্ত এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী শ্রমিকদের সংখ্যা ১,২৯,৪১৭ জন, পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ ও উপকরণ গ্রহণকারী শ্রমিকদের সংখ্যা ৬৩,১৩৮ জন, চিত্তবিনোদন সুবিধা গ্রহণকারীর সংখ্যা ৩,৩৩,৭৮১ জন। শ্রমিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক ৬৬ টি শ্রমিক শিক্ষা কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে ১,৫৫৬ শ্রমিককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(চ) ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্ত উল্লেখযোগ্য প্রকল্পসমূহ

চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১২১৩৩.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (জিওবি ১২০০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১৩৩ লক্ষ) টাকা ব্যয়ে ৪টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ২টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্পসহ মোট ৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিম্নে তুলে ধরা হল :

➢ **বিনিয়োগ প্রকল্প :**

১) বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প : উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০,০০০ শিশু শ্রমিককে ১৮ মাস ব্যাপী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ৯টি ট্রেডে ৬ মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। উক্ত প্রশিক্ষণ শেষে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ৫০% শিশু শ্রমিককে ট্রেডওয়ারী উপকরণ সরবরাহ করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের রাজস্ব খাত হতে ৬৮৬৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৪ তারিখে সমাপ্ত হবে। প্রকল্পটির মেয়াদ নভেম্বর/২০১০ হতে জুন/২০১৪ পর্যন্ত।

২) "নর্দান এরিয়াস রিডাকশন অব প্রভার্টি ইনিশিয়েটিভ" শীর্ষক প্রকল্প : এই প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের দারিদ্র্য পীড়িত এলাকার (লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী ও গাইবান্ধা) ১০,৬০০ জন মহিলাকে গার্মেন্টস সেক্টরে প্রশিক্ষণ (সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ, কারিগরি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রকল্পটির মেয়াদ ১-১-২০১১ হতে ৩১-১২-২০১৪ পর্যন্ত।

৩) "৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম ও কল্যাণ কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন" শীর্ষক প্রকল্প : এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিল্প সম্পর্কে শিক্ষায়তন সমূহের এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামোগত মেরামত ও সংস্কার, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি, এবং বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য আধুনিক সরঞ্জাম ক্রয় করা। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত।

৪) "৫টি জোনাল ও ৪টি রিজিওনাল কার্যালয় স্থাপন ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প : এই প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ৫টি জোনাল অফিস ভবন ও ৪টি আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ,জনবল নিয়োগ,কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানসমুহের ডাটাবেজ তৈরি করা ।

➢ **কারিগরী সহায়তা প্রকল্প :**

১) প্রোমোটিং জেন্ডার ইকুয়্যালিটি এন্ড প্রিভেনটিং ভায়োলেন্স এগেইনস্ট উইমেন এ্যাট ওয়ার্কপ্লেস" শীর্ষক প্রকল্প : শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় স্পেন সরকারের অর্থায়নে ২৯৯.২০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আইএলও কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১০হতে ডিসেম্বর ২০১২ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তা, ম্যানেজার, সুপারভাইজার, ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিক/কর্মচারী ও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের প্রশিক্ষণ প্রদান পূর্বক সচেতনার মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের Sexual and Non Sexual Harassment কমানো, মহিলা শ্রমিক/চাকুরীজীবিদের নিরাপদ কর্মপরিবেশের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং কতিপয় নির্দিষ্ট Sector এ Violence Against Women বিষয়ে জ্ঞান বৃদ্ধি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারী ২০০৯ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত।

২) "Strengthening of Compliance level of Labour Laws Across the Shrimp Value Chain in Bangladesh (Better Work and Standards Programme-BEST/ BFQ Component" শীর্ষক প্রকল্প : এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হল শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজার বিশেষ করে ইউরোপিয়ান বাজারে বাংলাদেশের জন্য প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ সৃষ্টি। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৪ পর্যন্ত ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স

বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশের ক্রমবর্ধমান কর্মসৃজনের পাশাপাশি বেকার সমস্যা হ্রাস, দারিদ্র্য বিমোচন, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধিসহ দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণে ব্যাপক অবদান রাখছে। দেশের শ্রমশক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ মধ্যপ্রাচ্যেসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত আছে। শুধু ২০১১-১২ সালে প্রায় ৬.৯১ লক্ষ বাংলাদেশী নাগরিক কাজের সন্ধানে বিদেশে গমন করেছে। বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা শ্রমশক্তি রপ্তানিতে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশে বিনিয়োগ সুবিধা সম্প্রসারণসহ প্রবাসীদের কল্যাণার্থে সরকার *প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক* নামক বিশেষায়িত ব্যাংক প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ-কে আরও কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে জুলাই-এপ্রিল সময়ে রেমিটেন্স এসেছে ১২,৩০৩.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ১৫.৯০ ভাগ বেশি। বিগত কয়েক বছরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্সের বছর ওয়ারি পরিসংখ্যান সারণি ৩.৫-এ এবং লেখচিত্র ৩.২ (ক) ও ৩.২ (খ)-এ দেখানো হলো।

সারণি ৩.৫: প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীর সংখ্যা এবং প্রেরিত অর্থের পরিমাণ

অর্থবছর	কর্মজীবীর সংখ্যা (০০০)	প্রেরিত অর্থের পরিমাণ			
		মিলিয়ন মার্কিন ডলার	শতকরা ** পরিবর্তন (%)	কোটি টাকা	শতকরা ** পরিবর্তন (%)
২০০২-০৩	২৫১	৩০৬১.৯৭	২২.৪২	১৭৭১৯.৫৮	২৩.১৪
২০০৩-০৪	২৭৭	৩৩৭১.৯৭	১০.১২	১৯৮৭২.৩৯	১২.১৫
২০০৪-০৫	২৫০	৩৮৪৮.২৯	১৪.১৩	২৩৬৪৬.৯৭	১৮.৯৯
২০০৫-০৬	২৯১	৪৮০১.৮৮	২৪.৭৮	৩২২৭৪.৬০	৩৬.৪৯
২০০৬-০৭	৫৬৪	৫৯৭৮.৪৭	২৪.৫০	৪১২৯৮.৫০	২৭.৯৬
২০০৭-০৮	৯৮১	৭৯১৪.৭৮	৩২.৩৯	৫৪২৯৩.২৪	৩১.৪৫
২০০৮-০৯	৬৫০	৯৬৮৯.১৬	২২.৪২	৬৬৬৭৪.৮৭	২২.৮০
২০০৯-১০	৪২৭	১০,৯৮৭.৪০	১৩.৪০	৭৬,১০৯.৬০	১৪.১৫
২০১০-১১	৪৩৯	১১,৬৫০.৩২	৬.০৩	৮২,৯৯২৮.৯	৯.০৪
২০১১-১২	৬৯১	১২,৮৪৩.৪৩	১০.২৪	১০১৮৮২৭.৮০	২২.৭৬
*২০১২-১৩	৩৭৩	১২,৩০৩.৬৪		৮৯৬৩৪৮.৬২	

উৎসঃ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোট: * (জুলাই ২০১২-ফেব্রুয়ারী ২০১৩) ** শতকরা পরিবর্তন পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায়।

লেখচিত্র ৩.২ (ক): জনশক্তি রপ্তানি প্রবাহের গতিধারা

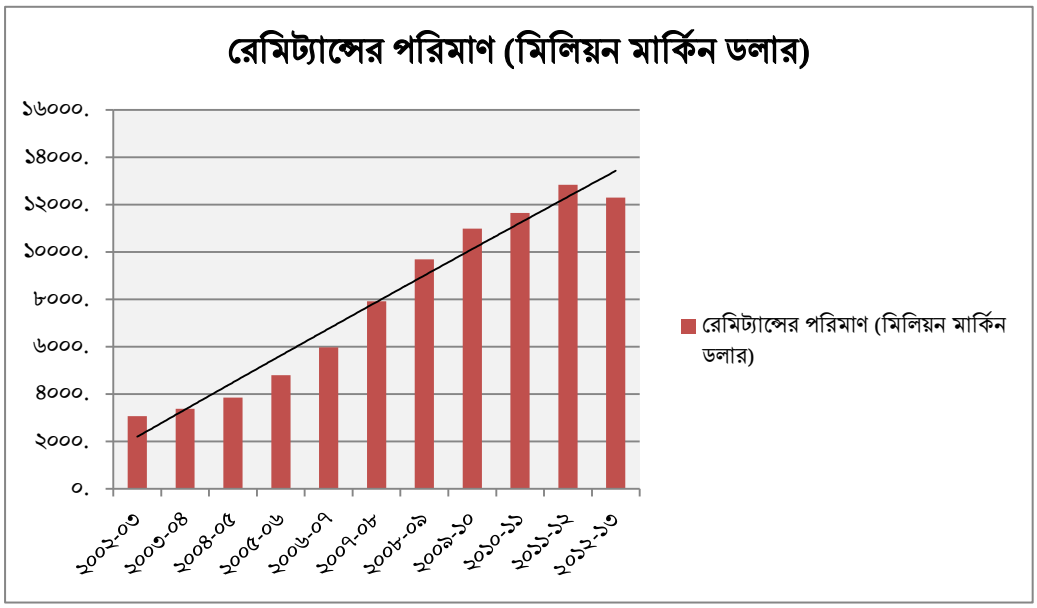

লেখচিত্র ৩.২ (খ): রেমিটেন্স প্রবাহের গতিধারা

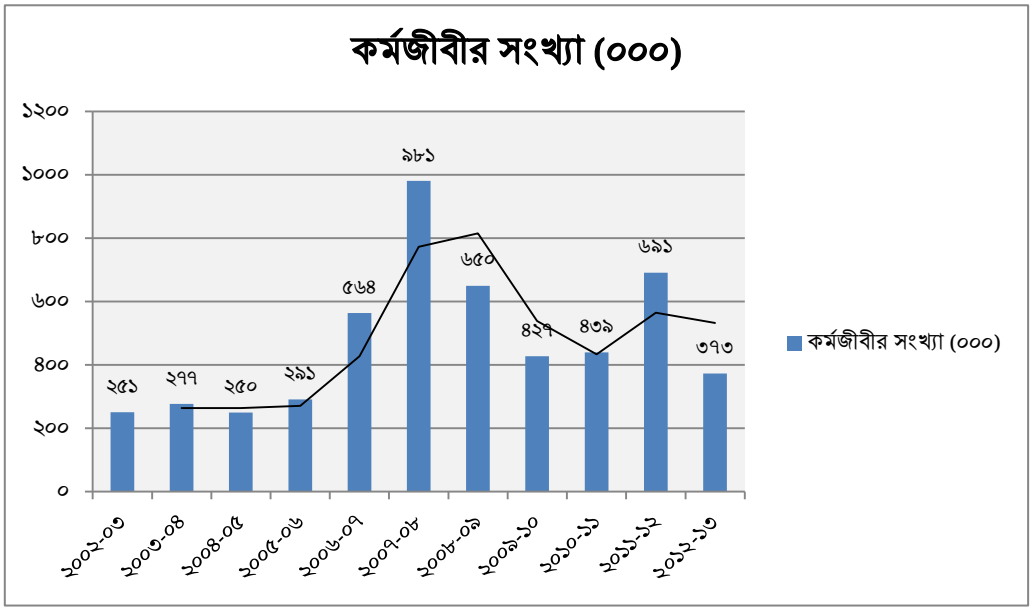

সারণি ৩.৫ ও লেখচিত্র ৩.২ হতে প্রতীয়মান হয় যে, জনশক্তি রপ্তানির ধারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ক্রমহ্রাসমান হলেও রেমিটেন্স প্রবাহ ক্রমবর্ধমান। তবে ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে যা স্বাভাবিক ধারার চেয়ে বেশি।

রেমিটেন্সের পরিমাণ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে জিডিপি ও মোট পণ্য রপ্তানির শতকরা হারে রেমিটেন্সের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৫.৯৮ শতাংশ ও ৪৪.৩৫ শতাংশ । ২০১১-১২ অর্থবছরে রেমিটেন্সের পরিমাণ জিডিপি'র প্রায় ১১.১১ শতাংশে এবং মোট পণ্য রপ্তানির ৫২.৯২ শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। সারণি ৩.৬ এবং লেখচিত্র ৩.৩-এ জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হারে রেমিটেন্স দেখানো হলঃ

সারণি ৩.৬: জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হার

অর্থবছর	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
জিডিপির শতকরা হার	৫.৯৮	৬.৩৭	৬.৮৯	৮.৭৪	১০.০২	১০.৮৪	১১.৭৭	১০.৪৩	১১.১১
রপ্তানির শতকরা হার	৪৪.৩৫	৪৪.৪৬	৪৫.৬২	৪৯.০৯	৫৬.০৯	৬২.২৫	৬৩.৪৮	৫০.৮২	৫২.৯২

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও বাংলাদেশ ব্যাংক।

লেখচিত্র ৩.৩ : জিডিপি ও পণ্য রপ্তানি আয়ের শতকরা হার

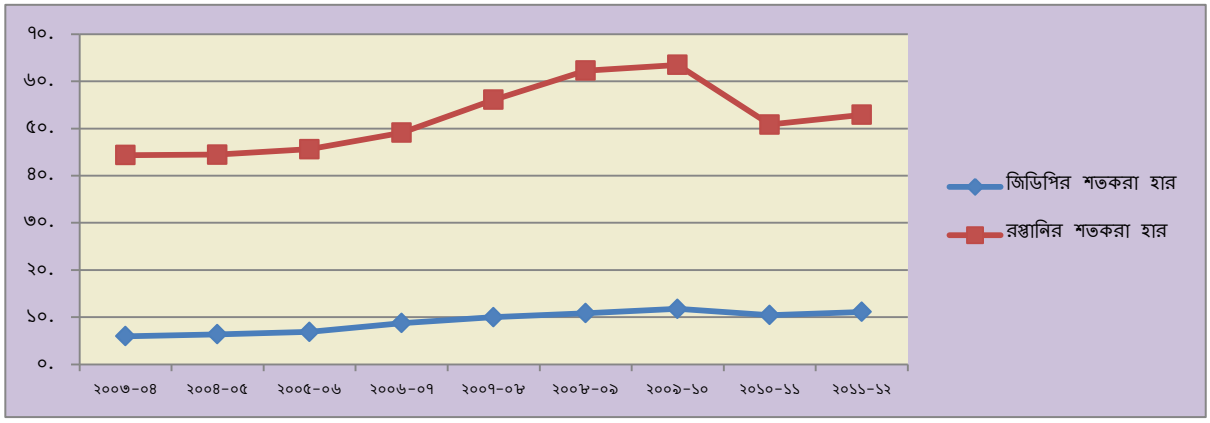

শ্রেণিভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি

জনশক্তি রপ্তানির ধরন অর্থাৎ পেশাগত দিক পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি মোট জনশক্তি রপ্তানির ৫০ শতাংশেরও বেশি। সারণি ৩.৭-এ শ্রেণি ভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো। উক্ত সারণি থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বিগত কয়েক বছরে পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। তবে গড় স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বৃদ্ধির হার সন্তোষজনক।

সারণি ৩.৭ : শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

সাল	পেশাজীবী	দক্ষ	আধা-দক্ষ	স্বল্পদক্ষ	মোট
২০০২	১৪৪৫০	৫৬২৬৫	৩৬০২৫	১১৮৫১৬	২২৫২৫৬
২০০৩	১৫৮৬২	৭৪৫৩০	২৯২৩৬	১৩৬৫৬২	২৫৪১৯০
২০০৪	১৯১০৭	৮১৮৮৭	২৪৫৬৬	১৪৭৩৯৮	২৭২৯৫৮
২০০৫	১৯৪৫	১১৩৬৫৫	২৪৫৪৬	১১২৫৫৬	২৫২৭০২
২০০৬	৯২৫	১১৫৪৬৮	৩৩৯৬৫	২৩১১৫৮	৩৮১৫১৬
২০০৭	৬৭৬	১৬৫৩৪৪	১৮৩৭৫৪	৪৮২৮৩৫	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৮৬৪	২৮১৪৪৪	১৩২৮১০	৪৪৭৩৩৮	৮৭৫০৫৫
২০০৯	১৪২৬	১৩৪২৬৫	৭৪৬০৪	২৫৫০৭০	৪৭৫২৭৮
২০১০	৩৮৭	৯০৬২১	১২৪৬৯	২৮৭২২৫	৩৯০৭০২
২০১১	১১৯২	২২৯১৪৯	২৮৭২৯	৩০৮৯৯২	৫৬৮০৬২
২০১২	৮১২	২০৯,৩৬৮	২০,৪৯৮	৩৭৭,১২০	**৬০৭,৭৯৮**

উৎসঃ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

শ্রেণিভিত্তিক ২০০২ সালে পেশাজীবী জনশক্তি রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তির প্রায় ৬ শতাংশ, যা পরবর্তী বছরগুলোতে কমে এসেছে। পক্ষান্তরে, একই সময়ের ব্যবধানে দক্ষ জনশক্তি রপ্তানির হার প্রায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে । ২০০২ সালে দক্ষ জনশক্তি

রপ্তানি ছিল মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ২৫ শতাংশ যা ২০১২ সালে দাঁড়িয়েছে ৩৪.৩৫ শতাংশে। একইভাবে স্বল্পদক্ষ জনশক্তি রপ্তানি বেড়েছে ৫৩ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশে।

লেখচিত্র ৩.৪ (ক) : ২০০২ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

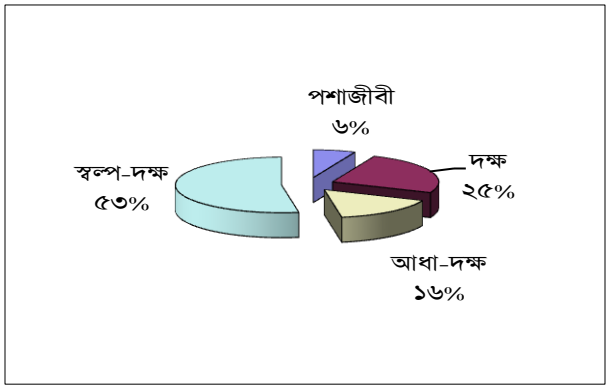

লেখচিত্র ৩.৪ (খ): ২০১২ সালে শ্রেণিভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশীর সংখ্যা

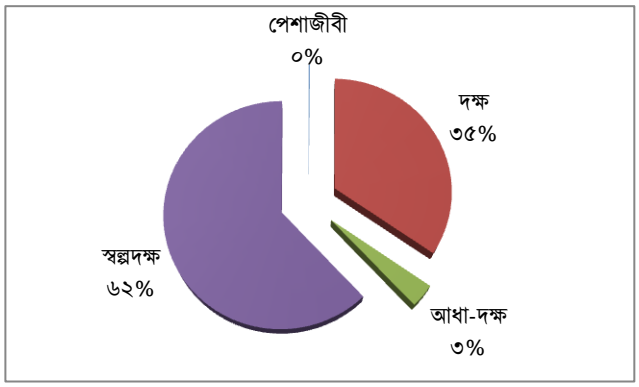

বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মান ও সুযোগ বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চলছে। একইসঙ্গে নানা প্রশিক্ষণ ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতায় বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি ও ৩৮ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০১১ সালে ৪৮টি ট্রেডে ৭০.৩৩ হাজার প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও মুন্সীগঞ্জ, চাঁদপুর, বাগেরহাট, ফরিদপুর ও সিরাজগঞ্জ জেলায় একটি করে মোট ৫টি ইনষ্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন ও দেশে ৩০টি নতুন টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার (টিটিসি) স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি ও রেমিটেন্স

বাংলাদেশের প্রবাসী জনশক্তি অধিকাংশই সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান, মালয়েশিয়া ও সিংগাপুরে কর্মরত। এছাড়া বাহরাইন, কাতার, জর্ডান, লেবানন, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রুনাই, মরিসাস, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড ও ইতালিসহ অন্যান্য দেশেও বাংলাদেশী জনশক্তি কর্মরত রয়েছে। ২০০২ সাল থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত মোট জনশক্তি রপ্তানি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ৭০ শতাংশেরও বেশি জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে । সারণি ৩.৮ এবং নিম্নের লেখচিত্র ৩.৫(ক) ও ৩.৫(খ) - তে ২০০২ সাল থেকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী জনশক্তি রপ্তানির সংখ্যা দেখানো হলোঃ

সারণি ৩.৮: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী জনশক্তির সংখ্যা

সাল	সৌ: আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
২০০২	১৬৩২৫৪	১৫৭৬৭	২৫৪৩৮	৫৩৭০	৩৯২৭	৮৫	৬৮৭০	৪৫৪৫	২২৫২৫৬
২০০৩	১৬২১৩১	২৬৭২২	৩৭৩৪৬	৭৪৮২	৪০২৯	২৮	৫৩০৪	১১১৪৮	২৫৪১৯০
২০০৪	১৩৯০৩১	৪১১০৮	৪৭০১২	৯১৯৪	৪৪৩৫	২২৪	৬৯৪৮	২৫০০৬	২৭২৯৫৮
২০০৫	৮০৪২৫	৪৭০২৯	৬১৯৭৮	১০৭১৬	৪৮২৭	২৯১১	৯৬৫১	৩৫১৬৫	২৫২৭০২
২০০৬	১০৯৫১৩	৩৫৭৭৫	১৩০২০৪	১৬৩৫৫	৮০৮২	২০৪৬৯	২০১৩৯	৪০৯৭৯	৩৮১৫১৬
২০০৭	২০৪১১২	৪২১২	২২৬৩৯২	১৬৪৩৩	১৭৪৭৮	২৭৩২০১	৩৮৩২৪	৬৮১৮৮	৮৩২৬০৯
২০০৮	১৩২১২৪	৩১৯	৪১৯৩৫৫	১৩১৮২	৫২৮৯৬	১৩১৭৬২	৫৬৮৫১	৬৮৮৩৬	৮৭৫০৫৫

সাল	সৌ: আরব	কুয়েত	ইউএই	বাহরাইন	ওমান	মালয়েশিয়া	সিংগাপুর	অন্যান্য	মোট
২০০৯	১৪৬৬৬	১০	২৫৮৩৪৮	২৮৪২৬	৪১৭০৪	১২৪০২	৩৯৫৮১	৮০১৪১	৪৭৫২৭৮
২০১০	৭০৬৯	৪৮	২০৩৩০৮	২১৮২৪	৪২৬৪১	৯১৯	৩৯০৫৩	৭৫৮৪০	৩৯০৭০২
২০১১	১৫০৩৯	২৯	২৮২৭৩৯	১৩৯৯৬	১৩৫২৬৫	৭৪২	৪৮৬৬৭	১৯০৩৮	৫৬৮০৬২
২০১২	২১২৩২	২	২১৫৪৫২	২১৭৭৭	১৮০৩২৬	৮০৪	৫৮৬৫৭	১০৯৫৪৮	৬০৭৭৯৮

উৎসঃ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো, প্রবাসী কল্যান ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়।

চলতি দশকে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানি পরিস্থিতিরও ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। ২০০২ সালে মোট জনশক্তি রপ্তানির প্রায় ৭৩ শতাংশ হয়েছে সৌদি-আরবে এবং এ হার ২০১২ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩ শতাংশে। পক্ষান্তরে, ২০০২ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে প্রায় ১১ শতাংশ কর্মী গমন করে এবং এ হার ২০১২ সালে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশে। ২০০২ সালের তুলনায় ২০১২ সালে ওমানে জনশক্তি রপ্তানি প্রায় ১৫ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০০২ সালে অন্যান্য দেশসমূহে মোট জনশক্তি রপ্তানি হয়েছে যেখানে ২ শতাংশ, সেখানে ২০১২ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৮ শতাংশে পৌছেছে। এ থেকে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, বাংলাদেশের বৈদেশিক শ্রমবাজার ধীরে ধীরে হলেও প্রসারিত হচ্ছে।

লেখচিত্র ৩.৫ (ক): ২০০২ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি হার

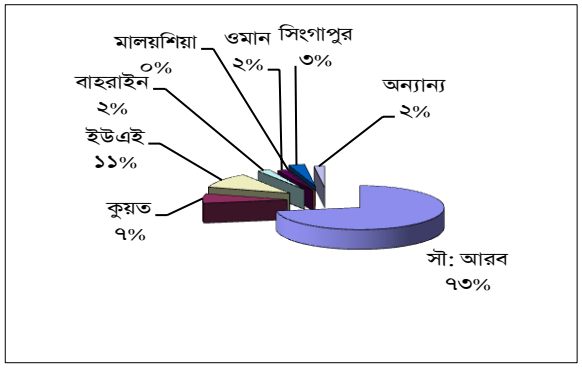

লেখচিত্র ৩.৫ (খ): ২০১২ সালে দেশভিত্তিক জনশক্তি রপ্তানির হার

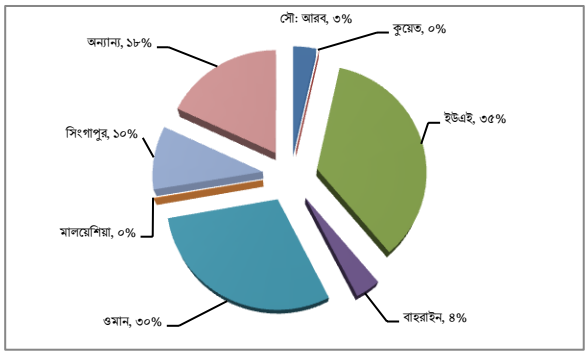

প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের সিংহভাগই আসে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ হতে । তবে এক্ষেত্রে গত কয়েক বছর থেকে এককভাবে সৌদি আরবের পরেই সংযুক্ত আরব আমিরাত ও যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান। নিম্নের সারণি ৩.৯-এ ২০০২-০৩ থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত দেশওয়ারি প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের অঙ্ক এবং লেখচিত্র ৩.৬-এ একই সময়ে দেশভিত্তিক রেমিট্যান্স আয়ে শতকরা হারে তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো:

সারণি ৩.৯: দেশভিত্তিক প্রবাসী বাংলাদেশী কর্মজীবীদের প্রেরিত অর্থের অঙ্ক

(মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

অর্থবছর	সৌদি আরব	সংযুক্ত আরব আমিরাত	কাতার	ওমান	কুয়েত	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	যুক্তরাজ্য	মালয়েশিয়া	সিঙ্গাপুর	অন্যান্য	সর্বমোট
২০০২-০৩	১২৫৪.৩১	৩২৭.৪০	১১৩.৫৫	১১৪.০৬	৩৩৮.৫৯	৪৫৮.০৫	২২০.২২	৪১.৪০	৩১.০৬	১৬৩.৩৩	৩০৬১.৯৭
২০০৩-০৪	১৩৮৬.০৩	৩৭৩.৪৬	১১৩.৬৪	১১৮.৫৩	৩৬১.২৪	৪৬৭.৮১	২৯৭.৫৪	৩৭.০৬	৩২.৩৭	১৮৪.২৯	৩৩৭১.৯৭
২০০৪-০৫	১৫১০.৪৬	৪৪২.২৪	১৩৬.৪১	১৩১.৩২	৪০৬.৮০	৫৫৭.৩১	৩৭৫.৭৭	২৫.৫১	৪৭.৬৯	২১৪.৭৮	৩৮৪৮.২৯
২০০৫-০৬	১৬৯৬.৯৬	৫৬১.৪৪	১৭৫.৬৪	১৬৫.২৫	৪৯৪.৩৯	৭৬০.৬৯	৫৫৫.৭১	২০.৮২	৬৪.৮৪	৩০৬.১৪	৪৮০১.৮৮
২০০৬-০৭	১৭৩৪.৭০	৮০৪.৮৪	২৩৩.১৭	১৯৬.৪৭	৬৮০.৭০	৯৩০.৩৩	৮৮৬.৯০	১১.৮৪	৮০.২৪	৪১৯.২৮	৫৯৭৮.৪৭
২০০৭-০৮	২৩২৪.২৩	১১৩৫.১৪	২৮৯.৭৯	২২০.৬৪	৮৬৩.৭৩	১৩৮০.০৮	৮৯৬.১৩	৯২.৪৪	১৩০.১১	৫৮২.৪৯	৭৯১৪.৭৮
২০০৮-০৯	২৮৫৯.০৯	১৭৫৪.৯২	৩৪৩.৩৬	২৯০.০৬	৯৭০.৭৫	১৫৭৫.২২	৭৮৯.৬৫	২৮২.২	১৬৫.১৩	৬৫৮.৮৮	৯,৬৮৯.২৬
২০০৯-১০	৩৪২৭.০৫	১৪৫১.৮৯	৩৬০.১১	৩৪৯.০৮	১০১৯.১৮	১৮৯০.৩১	৮২৭.৫১	৫৮৭.০৯	১৯৩.৪৬	৮৮১.৭২	১০৯৮৭.৪০
২০১০-১১	৩২৯০.০	২০০২.৬	৩১৯.৪	৩৩৪.৩	১০৭৫.৮	১৮৪৮.৫	৮৮৯.৬	৭০৩.৭	২০২.৩	৯৮৪.১	১১৬৫০.৩
২০১১-১২	৩৬৮৪.৩৬	২৪০৪.৭৮	৩৩৫.৩২৬	৪০০.৯৩	১১৯০.১৪	১৪৯৮.৪৬	৯৮৭.৪৬	৮৪৭.৪৯	৩১১.৪৬	১১৮৩.০৩	১২৮৪৩.৪৪
২০১২-১৩*	২৭০৩.৪৫	১৯৪৩.৩	২০২.২৬	৪০৪.০৭	৭৯৫.৩৯	১২২৪.৫৬	৭০৮.৫১	৬৫৮.৮২	৩২৯.৬৫	৯২১.৯৬	৯৮৯১.৯৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ৩.৬: ২০০২-০৩ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরে দেশভিত্তিক রেমিটেন্স আয়ের শতকরা হারের তুলনামূলক চিত্র

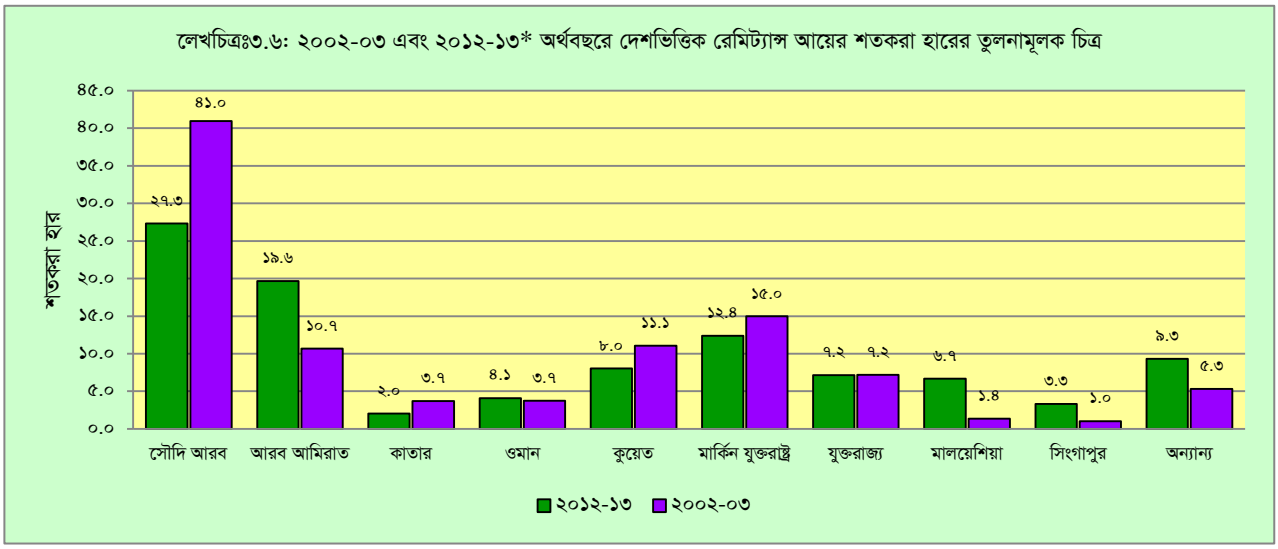

* ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত।

মোট রেমিটেন্স আয়ের একক অংশ হিসেবে সৌদি আরব এখনও শীর্ষে অবস্থান করলেও পরিবর্তিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থবছরে সৌদি আরব থেকে মোট রেমিট্যান্স ৪১.০০ শতাংশ এসেছে, যা ২০১২-১৩ অর্থবছরের মার্চ পর্যন্ত সময়ে এসে দাঁড়ায় ২৭.৩ শতাংশে। পক্ষান্তরে, আলোচ্য সময়ে দ্বিতীয় স্থানে অবস্থানকারী সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে রেমিট্যান্স আয় ১০.৭০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯.৬ শতাংশে উপনীত হয়েছে। একই সময়ে যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও সিংগাপুর থেকে রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পেলেও কাতার ও ওমান থেকে রেমিটেন্স প্রবাহ প্রায় অপরিবর্তিত রয়েছে ।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপ

মধ্যপ্রাচ্য বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান ও সুপরিচিত শ্রমবাজার। সাম্প্রতিক সময়ে এ অঞ্চলে সংঘটিত রাজনৈতিক অস্থিরতা বাংলাদেশের জনশক্তি রপ্তানিতে ঝুঁকি সৃষ্টি করতে পারে। সেজন্য সরকার বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলে নতুন শ্রম বাজারের অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও বৈধ চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণ উৎসাহিত করা ও দ্রুততম সময়ে তা প্রাপকের নিকট পৌছানোর উদ্দেশ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি ও বিদেশে শ্রমবাজার অনুসন্ধানে সরকার কর্তৃক গৃহীত কতিপয় পদক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

(ক) জি-টু-জি পর্যায়ে কর্মী প্রেরণ

মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশী কর্মীদের কর্মসংস্থানের জন্য বর্তমান সরকার নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেছেঃ

১. জর্ডানে বিনা খরচে গৃহকর্মী পাঠানো হচ্ছে এবং গার্মেন্টস খাতে অনধিক ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) টাকা ব্যয়ে নারী কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে।

২. বাহরাইনে স্বল্প খরচে সরকারিভাবে জি-টু-জি পদ্ধতিতে কর্মী প্রেরণের বিষয়ে দুই দেশে উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিবৃন্দের ফলপ্রসু আলোচনা হয়েছে। আশা করা যায় ভবিষ্যতে বাহরাইনে জি-টু-জি পদ্ধতিতে কর্মী প্রেরণ সম্ভব হবে।

৩. স্বল্প খরচে বিএমইটি এবং বোয়েসেলের মাধ্যমে জর্ডান, হংকং, সৌদি আরব, কাতার ও বাহরাইনে নারী কর্মী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

৪. অন্যান্য দেশে জি-টু-জি প্রক্রিয়ায় কর্মী প্রেরণের বিষয়ে চুক্তি/সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পদ্‌ক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

এ সকল নতুন নতুন উদ্যোগের পাশাপাশি মধ্যপ্রাচ্যের অপরাপর দেশ তথা সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিশর, কুয়েত, ইরাক, লিবিয়া, সিরিয়াসহ অন্যান্য দেশে পূর্বের ন্যায় জনশক্তি রপ্তানি অব্যাহত রাখার বিষয়ে সরকার কাজ করছে। শীঘ্রই সৌদি সরকার বাংলাদেশী কর্মীদের আকামা পরিবর্তনের সুযোগ প্রদান করবে। উল্লেখ্য, বর্তমান সরকারের শ্রম কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহ ছাড়াও জি-টু-জি পদ্ধতিতে কোরিয়ায় বিমান ভাড়াসহ মাত্র ৬৫,০০০ টাকায় কর্মী প্রেরণ করা হচ্ছে। মালয়েশিয়ায় সরকারিভাবে (জি-টু-জি পদ্ধতিতে) স্বল্প ব্যয়ে (সর্বোচ্চ ৩৩,১৭৮ টাকা) কর্মী প্রেরণ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে স্বল্প খরচে তিন ব্যাচে ১৯৮ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় গমন করেছেন। একই ভাবে হংকং, জর্ডান, সিঙ্গাপুর এবং মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে স্বল্প খরচে নারী কর্মী প্রেরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বর্তমানে থাইল্যান্ডের সাথে ব্যাপক হারে মৎস্য ও নির্মাণ শিল্পে সরকারিভাবে জি-টু-জি পদ্ধতিতে কর্মী নিয়োগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। জাপানে জিটকোর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী কর্মী প্রেরণের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যে বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

(খ) প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন

বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের সহায়তা দিতে ও বিদেশ হতে প্রত্যাগত কর্মীদের পুনঃকর্মসংস্থানে আর্থিক সহায়তা দিতে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ তহবিলের অর্থায়নে স্থাপিত প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক একটি বিশেষায়িত ব্যাংক। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক হতে এপ্রিল/২০১৩ পযন্ত ১৭০০ জন বিদেশগামী কর্মীকে অভিবাসন ঋণ বাবদ প্রায় ১৩ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা প্রদান করা হয়েছে এবং প্রত্যাগতদের মধ্যে ৫০ জনকে পুনর্বাসন ঋণ বাবদ প্রায় ১ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(গ) ব্যুরোর কল্যাণ শাখা

কল্যাণ শাখা জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর আওতাধীন স্থাপিত একটি সেবাধর্মী শাখা। উক্ত শাখা প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত বাংলাদেশী কর্মীদের মৃতদেহ দেশে আনয়ন, মৃতের লাশ পরিবহন ও দাফন বাবদ আর্থিক সাহায্য প্রদান, প্রবাসে কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মী বিদেশ হতে মৃত্যুজনিত কারণে কোন ক্ষতিপূরণ না পেলে উক্ত মৃতের পরিবারকে আর্থিক অনুদান প্রদান, নিয়োগকর্তার নিকট হতে প্রাপ্য মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ আদায়, ইন্স্যুরেন্স ও বকেয়া বেতনের অর্থ আদায়, বিদেশগামী কর্মীদের ব্রিফিং প্রদান, বিদেশে আটকা পড়া কর্মীদের দেশে ফেরত আনয়ন, বিমান বন্দরের প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের মাধ্যমে বিদেশগামী কর্মীদের নিরাপদে বিদেশ গমন এবং প্রত্যাবর্তনে সহায়তা প্রদানের মত বিভিন্ন কল্যাণমুখী কার্যক্রম সম্পন্ন করে থাকে। ২০১১ সালে ৬৮১ জন মৃতের উত্তরাধিকারী পরিবারকে আর্থিক সহায়তা বাবদ ১১.৬১ কোটি টাকা এবং ২০১২ সালে ১৩০৪ জন মৃতের উত্তরাধিকারী পরিবারকে ২৩.১১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া, মৃত কর্মীর লাশ পরিবহন ও দাফন খরচ বাবদ ২০১১ সালে ১৮৬৯ টি পরিবারকে ৬.৬১ কোটি টাকা এবং ২০১২ সালে ২২০১ টি পরিবারকে ৭.৫২ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) বহির্গমন প্রক্রিয়া আধুনিকায়ন

রিক্রুটিং এজেন্সি এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম হ্রাস ও প্রতারণা রোধে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফিংগার প্রিন্টসহ বিদেশগামী কর্মীর যাবতীয় তথ্য ডাটাবেজ নিবন্ধন করা হচ্ছে। ডাটাবেজ নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে স্মার্ট কার্ডের সাহায্যে বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদান করা হচ্ছে। স্মাট কার্ডে রেকর্ড থাকার কারণে বিমানবন্দরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মীর এমবারকেশন কার্ড প্রিন্ট হওয়ার ফলে বিমান বন্দরে কর্মীদের হয়রানি অনেকাংশে বন্ধ হয়েছে।

(ঙ) বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স প্রেরণে উৎসাহিতকরণ

- রেমিটেন্স আহরণ এবং বিতরণের নেটওয়ার্ক বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোর সাথে বাংলাদেশস্থ ব্যাংকগুলোর ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৩০০টি বিদেশস্থ এক্সচেঞ্জ হাউসের সাথে বাংলাদেশের ৪২টি ব্যাংকের প্রায় ৮৫০টি ড্রয়িং ব্যবস্থা স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে;
- বাংলাদেশী ব্যাংকগুলোর বিদেশে এক্সচেঞ্জ হাউজ প্রতিষ্ঠার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপনের অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, বাংলাদেশস্থ ১৬টি ব্যাংকের বিদেশে ৪৪টি নিজস্ব এক্সচেঞ্জ হাউজ স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে;
- রেমিটেন্স বিতরণ নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি এবং রেমিটেন্স বিতরণ প্রক্রিয়া সহজ ও দ্রুত করার প্রয়োজনে এ পর্যন্ত ১৬টি Microfinance Institution কে রেমিটেন্স বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;
- রেমিটেন্স বিতরণ নেটওয়ার্ক আরও সম্প্রসারণের উদ্যোগ হিসেবে সম্প্রতি দেশের ৪টি ব্যাংক (ঢাকা ব্যাংক লিঃ, ট্রাষ্ট ব্যাংক লিঃ, মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিঃ এবং সিটি ব্যাংক এনএ) কে রেমিটেন্স এর অর্থ Mobile Operator গুলোর outlets এর মাধ্যমে বিতরণের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে;
- ব্যাংকিং চ্যানেলে রেমিটেন্স প্রেরণকারীগণকে এককভাবে বা এদেশীয় উদ্যোক্তাদের সাথে যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশ শিল্প স্থাপনের অনুমতি প্রদানের পাশাপাশি Foreign Direct Investment (FDI) আকারে এদেশে বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে;

- প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য দেশে বিবিধ বিনিয়োগ সুবিধা যেমন-(ক) Wage Earners' Development Bond (খ) US Dollar Investment Bond এ (গ) US Dollar Premium Bond এ বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান ইত্যাদি;
- রেমিটেন্স বিতরণ দ্রুততর ও ব্যয় সাশ্রয়ীকরণের লক্ষ্যে Remittance and Payment Partnership Project (FPP)– এর আওতায় Challenge Fund এর মাধ্যমে Remmittance Delivery Infrastructure উন্নয়নের কাজ প্রক্রিয়াধীন;
- বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রার অন্তর্মুখী প্রবাহ বৃদ্ধি তথা অধিক রেমিটেন্স প্রেরণকে উৎসাহিত করতে অধিক রেমিটেন্স প্রেরণকারীকে সরকার কর্তৃক CIP মর্যাদা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।